জাতীয় কৃষি আবহাওয়া
পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৮ জুলাই ২০১৯ (**বুধবার**)

[**সময়কালঃ** ০৮.০৭.২০২০–১২.০৭.২০২০]

ডিসক্লেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামুলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ ফারহানা হক, সবুজ রায়
ই-মেইলঃ pdamisdp@dae.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে উত্তর-পূর্ব আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।

মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে কয়েকটি জেলাতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও প্রায় সব জেলায় আগামী পাঁচ দিনে বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ০৮.০৭.২০২০ তারিখের প্রতিবেদন অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, নাটোর, নওগাঁ এবং রাজবাড়ি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

আগামী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস (০৭ জুলাই ২০২০ তারিখের পূর্বাভাস) অনুযায়ী ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল আগামী ১০ জুলাই এর পর পুনরায় বাড়তে পারে এবং ১৩ জুলাই নাগাদ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ জেলায় বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে। গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল বাড়তে পারে। আগামী ৩ দিন পর্যন্ত রাজবাড়ি, মুন্সীগঞ্জ এবং শরিয়তপুর জেলার বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে এবং জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসব জেলায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

বন্যা পুর্বাভাস সম্পর্কিত বিশেষ প্রতিবেদন (০৭ জুলাই, ২০২০ তারিখের প্রতিবেদন) অনুযায়ী ১২ জুলাই এর নিকটবর্তী সময়ে কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, মানিকগঞ্জ, পাবনা, নওগাঁ, নাটোর জেলাসমূহের নিম্নাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং কোথাও কোথাও বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে।

বন্যা ও ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

- বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত যেমন- ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৯, বিনাধান-১১, বিনাধান-১২ প্রভৃতি এবং বন্যা-পরবর্তী নাবিতে চাষযোগ্য জাত যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, গাইঞ্জা, মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাত চাষ করুন। চারার ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজতলা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে স্বল্পমেয়াদী জাত চাষ করুন।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান এবং চারা রোপণ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- সম্মিলিতভাবে আমন বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। উঁচু জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বা দাপোগ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করুন।
- জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য আমন বীজতলার চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।
- সকল খামারজাত পণ্য শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- দণ্ডায়মান ফসলকে ভারী বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জমির আইল উঁচু করে দিন।
- কলাসহ অন্যান্য ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- গবাদি পশু ও হাঁসমুরগী উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করুন। বাছুর কৃমি আক্রান্ত হলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য বাইরে ও ভেতরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। মেঝে শুকনো রাখুন। পরিষ্কার পানি পান করান।
- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
- বন্যার পানিতে মাছ বের হয়ে গেলে নতুন পোনা ছাড়ুন। এক্ষেত্রে পুকুরের বিঘা প্রতি ১০৮ টি রুই, ১৩৬ টি সিলভার কার্প, ১০৮ টি কাতলা, ৭০ টি গ্রাস কার্প, ১৩৬ টি মৃগেল এবং ১৩৬ টি সাধারণ কার্প ছাড়ুন।
- জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।

অন্যান্য জেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আউশ ধান:

- রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- যত দ্রুত সম্ভব বপন সম্পন্ন করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই চারা রোপণের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমিতে ৫-৭ সেমি পানি রাখুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন। চারা রোপণের ১-৩ দিনের মধ্য অনুমোদিত আগাছানাশক প্রয়োগ করুন।
- অনুকূল পরিস্থিতিতে ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৯, ব্রি ধান৪৯, ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭২, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০, ব্রি ধান৮৭, ব্রি ধান৯০, ব্রি ধান৯৩, ব্রি ধান৯৪, ব্রি ধান৯৫, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ২২ জাতসমূহ লাগানো যেতে পারে।

ভুট্টা:

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন। ফসল পরিপক্ক অবস্থায় পাখির আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

- ফল আর্মি ওয়ার্ম এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। ডিমের স্তুপ ও ক্যাটারপিলার হাত দিয়ে ধ্বংস করুন। পর্যবেক্ষণের জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

চীনা বাদাম:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- বৃষ্টি না থাকলে পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করুন।
- রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে টিক্কা রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। বৃষ্টিপাতের পর ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, ধুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষক পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, ঢেঁড়শ লাগান।
- করলার ফুলের গোড়া পচে গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- গোড়া পচা, কাণ্ড পচাসহ অন্যান্য রোগ বালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- জমি আগাছামুক্ত রাখুন।
- ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও রেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে পাটে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে বৃষ্টিপাতের পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চেলে পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি ৪ লিটার পানিতে ৩ মিলি ডাইক্লোরভস অথবা ১ লিটার পানিতে ২ মিলি এন্ডোসালফান মিশিয়ে বৃষ্টিপাতের পর প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বোর্দো মিক্সচার ব্যবহার করুন।
- বরজের ভেতরে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন।
- কান্ড পঁচা রোগ ও মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- বৃষ্টিপাতের কারণে খুরা রোগ দেখা দিলে-
    - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
    - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
    - গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
    - পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
    - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন

হাঁসমুরগী:

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গায় পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমান (০৮ জুলাই ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৭ জুলাই ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৮ জুলাই ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণা-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মিঃ মিঃ)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
ঢাকা	ঢাকা	০১	৩৩.২	২৭.৭	রাজশাহী	রাজশাহী	৪৮	৩৫.৮	২৭.২
	টাঙ্গাইল	০৩	৩৩.৫	২৬.৭		ঈশ্বরদী	০০	৩৫.০	২৭.৫
	ফরিদপুর	১১	৩৩.৪	২৭.৪		বগুড়া	০৮	৩২.৮	২৮.৪
	মাদারীপুর	০৪	৩২.৪	২৫.৮		বদলগাছী	৪৯	৩৩.৫	২৬.০
	গোপালগঞ্জ	০৬	৩২.৭	২৭.০		তাড়াশ	০০	৩৩.৪	২৭.০
	নিকলি	০১	৩৩.২	২৩.৫					
					রংপুর	রংপুর	০১	৩৩.৭	২৭.২
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০৩	৩২.৮	২৭.৯		দিনাজপুর	১৫	৩৩.৫	২৬.৫
	নেত্রকোনা	০২	৩১.৫	২৫.৫		সৈয়দপুর	১৫	৩৪.০	২৭.০
						তেঁতুলিয়া	১২	৩২.০	২৫.৭
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	০৫	৩৩.০	২৬.৮		ডিমলা	১৫	৩২.৪	২৬.৫
	সন্দ্বীপ	০৩	৩২.১	২৭.০		রাজারহাট	০৪	৩২.২	২৭.৪
	সীতাকুন্ড	১৩	৩২.৮	২৬.৫					
	রাঙ্গামাটি	০০	৩৩.৩	২৫.৯	খুলনা	খুলনা	০৪	৩৩.০	২৭.৮
	কুমিল্লা	০২	৩১.৬	২৭.২		মংলা	২৭	৩২.৬	২৭.৫
	চাঁদপুর	১৪	৩২.০	২৭.৪		সাতক্ষীরা	০৭	৩২.৭	২৭.৩
	মাইজদীকোর্ট	০৩	৩১.৬	২৭.৫		যশোর	০০	৩৪.০	২৭.৬
	ফেনী	০০	৩২.৫	২৬.৪		চুয়াডাঙ্গা	০৫	৩৪.৬	২৭.৮
	হাতিয়া	১০	৩১.০	২৭.০		কুমারখালী	০৭	৩৩.৬	২৬.৫
	কক্সবাজার	১০	৩১.৫	২৬.০					
	কুতুবদিয়া	০৫	৩২.৫	২৬.৬	বরিশাল	বরিশাল	সামান্য	৩২.১	২৬.৬
	টেকনাফ	৩২	৩১.৪	২৪.৪		পটুয়াখালী	০২	৩২.০	২৭.৫
						খেপুপাড়া	০৪	৩২.১	২৬.৬
সিলেট	সিলেট	২০	৩৩.৯	২৬.৫		ভোলা	০৫	৩২.২	২৭.২
	শ্রীমঙ্গল	০৩	৩৪.২	২৬.৭					

প্রধান বৈশিষ্ট সমূহঃ-:

- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৪.২০ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ৩.২০ মিঃ মিঃ ছিল।

সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

পূর্বাভাসঃ রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রা ঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৭ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন

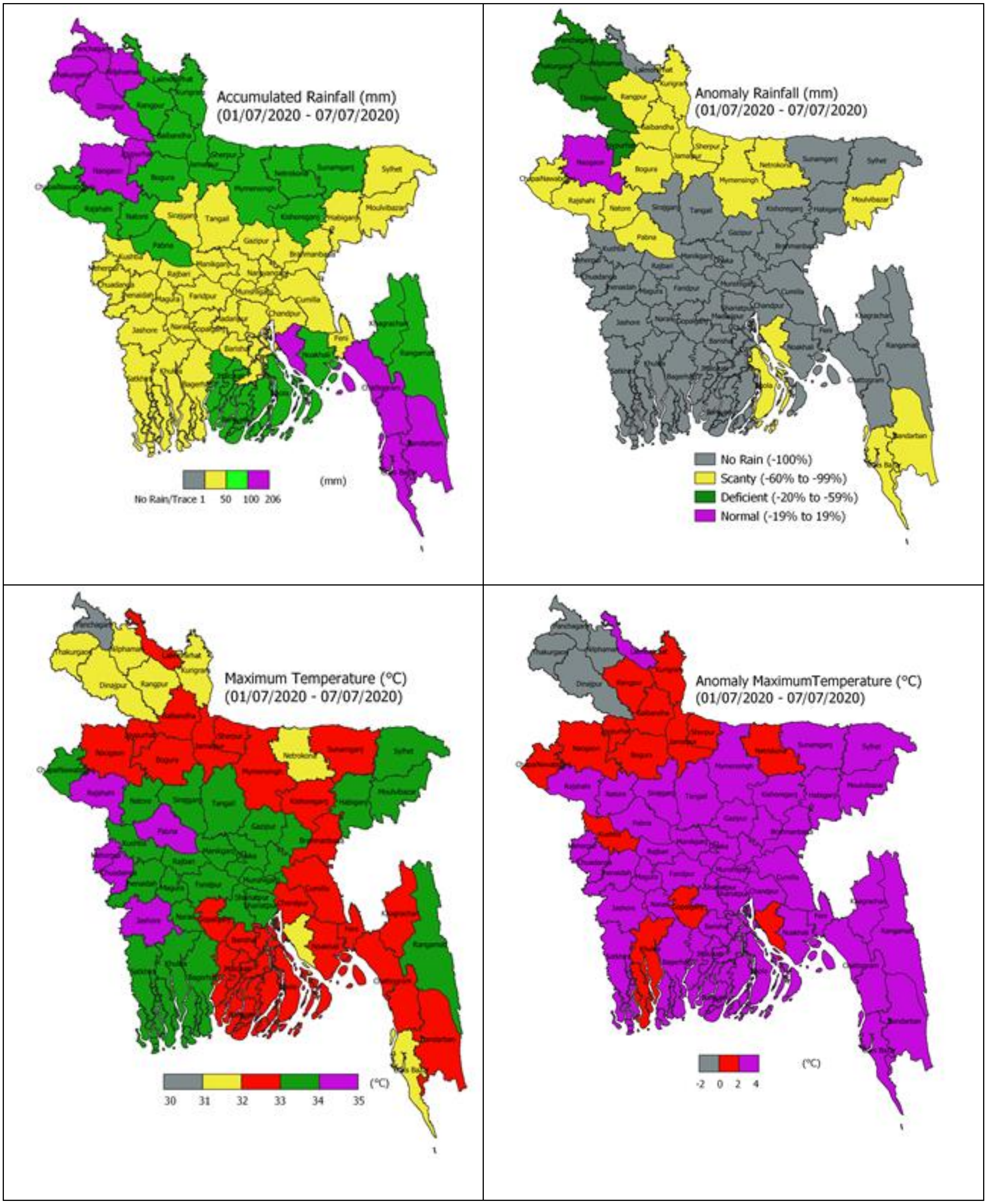

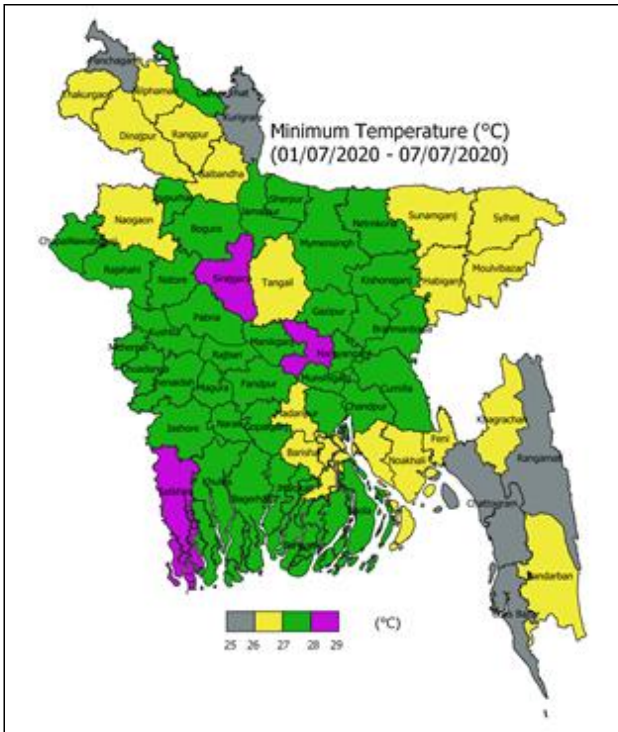
Minimum Temperature (°C)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(°C)
25 26 27 28 29

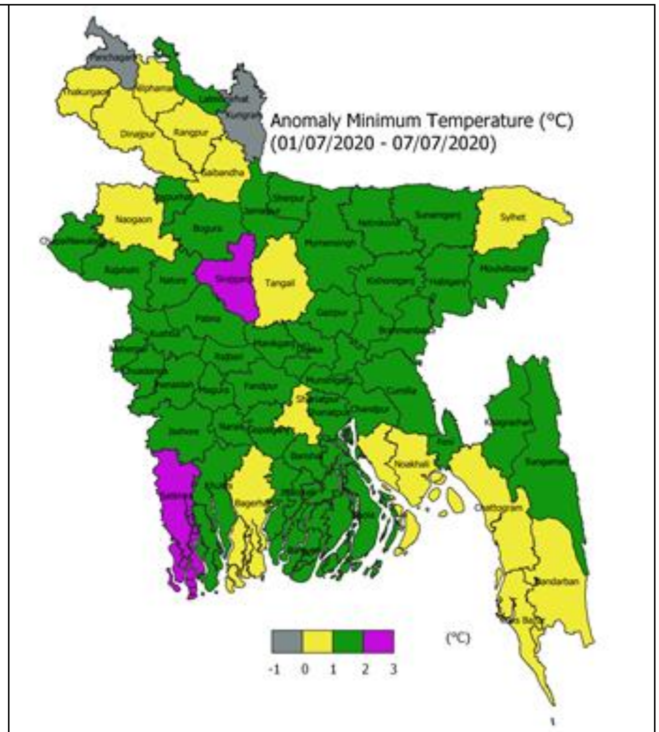
Anomaly Minimum Temperature (°C)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(°C)
-1 0 1 2 3

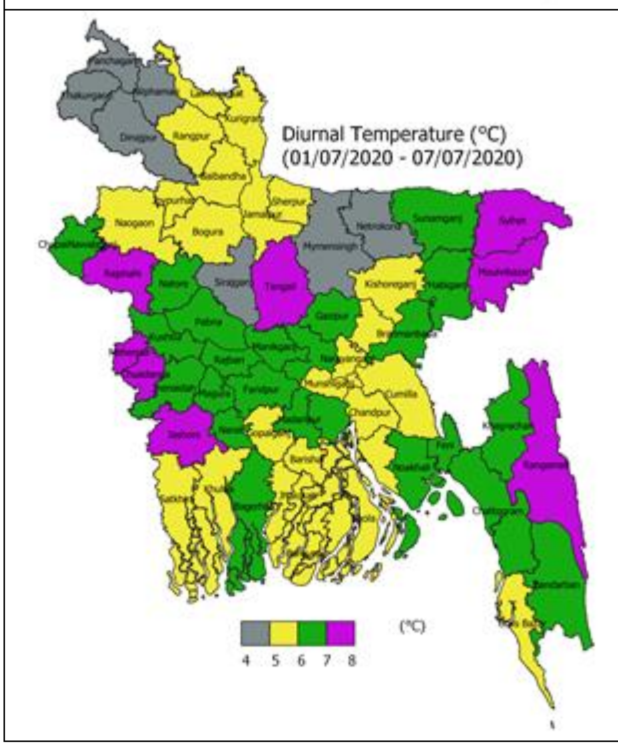
Diurnal Temperature (°C)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(°C)
4 5 6 7 8

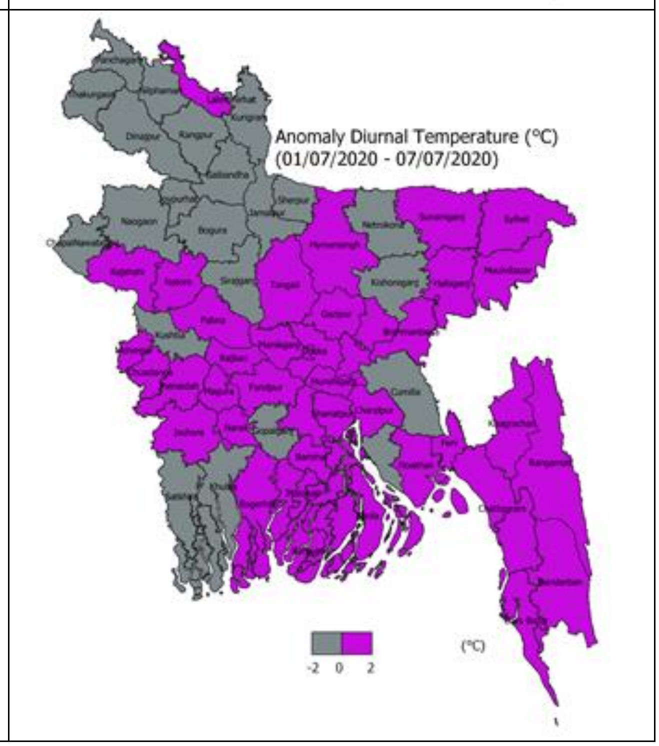
Anomaly Diurnal Temperature (°C)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(°C)
-2 0 2

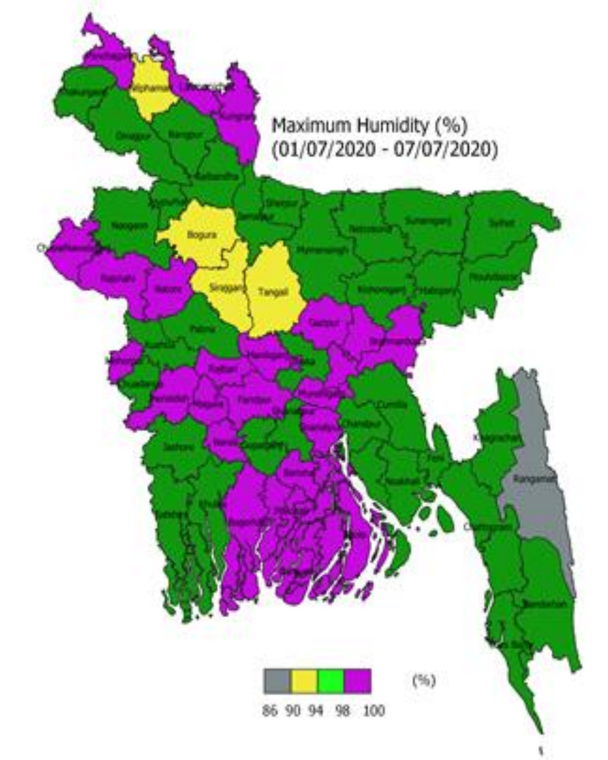
Maximum Humidity (%)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(%)
86 90 94 98 100

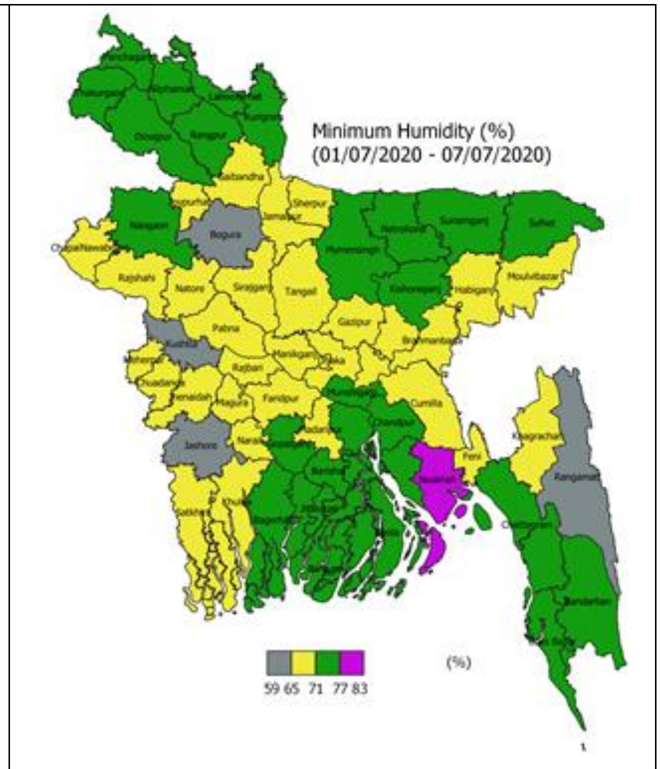
Minimum Humidity (%)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(%)
59 65 71 77 83

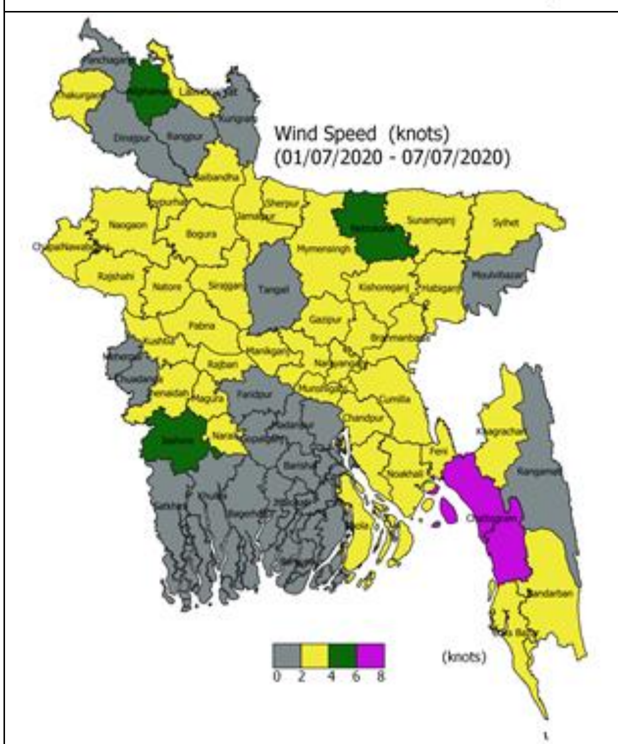
Wind Speed (knots)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(knots)
0 2 4 6 8

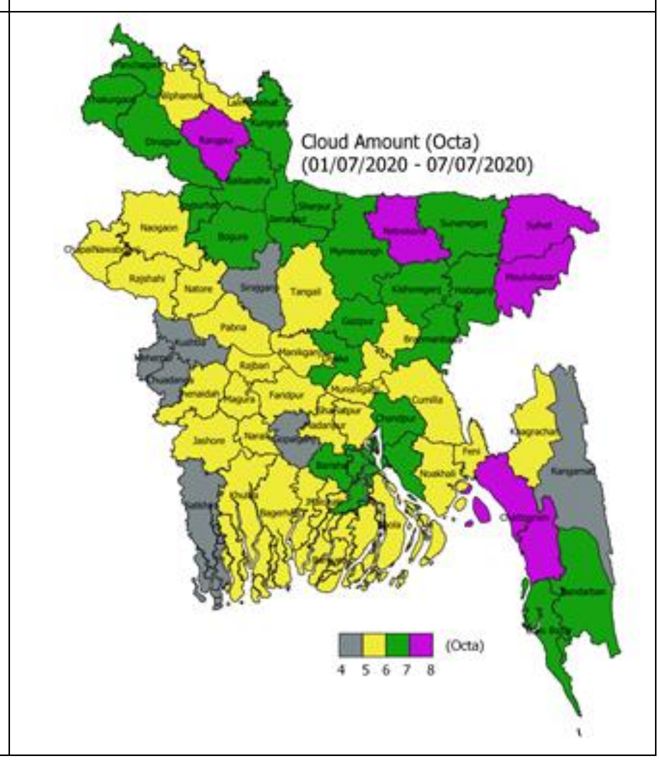
Cloud Amount (Octa)
(01/07/2020 - 07/07/2020)
(Octa)
4 5 6 7 8

আবহাওয়া পূর্বাভাস

আবহাওয়া পূর্বাভাস ০৮/০৭/২০২০ হতে ১৪/০৭/২০২০ তারিখ পর্যন্তঃ

এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘন্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

এ সপ্তাহে সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ৩.০০ মিঃ মিঃ থেকে ৪.০০ মিঃ মিঃ থাকতে পারে।

- এ সময়ে ময়মনসিংহ, রংপুর, সিলেট এবং চট্রগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের অনেক স্থানে অস্থায়ী ঝড়োহাওয়াসহ মাঝারি (১১-২২ মি. মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারি (২৩-৪৩ মি. মি./প্রতিদিন) ধরণের ভারী বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮মি. মি./প্রতিদিন) থেকে অতি ভারী (>৮৮ মি. মি./প্রতিদিন) বর্ষণ হতে পারে।

- এ সময়ে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-২° সে কমতে পারে।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৮ জুলাই হতে ১২ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত)

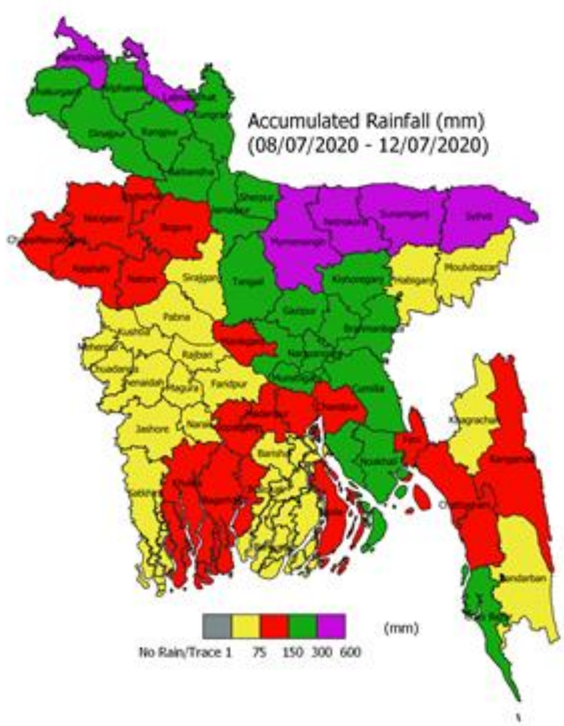

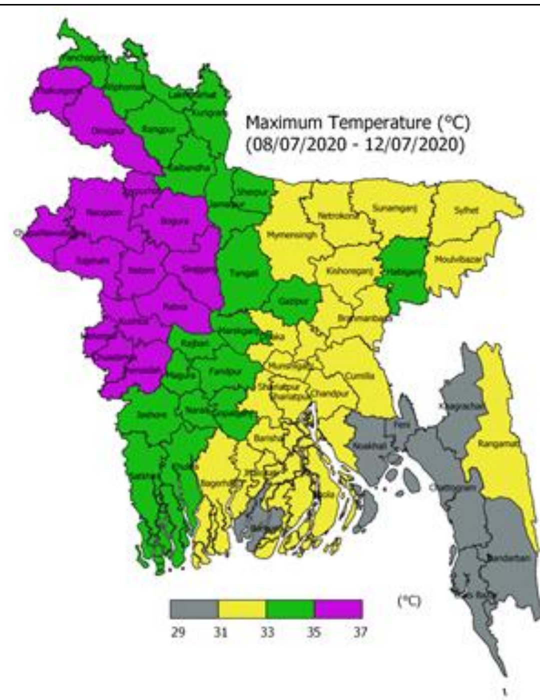

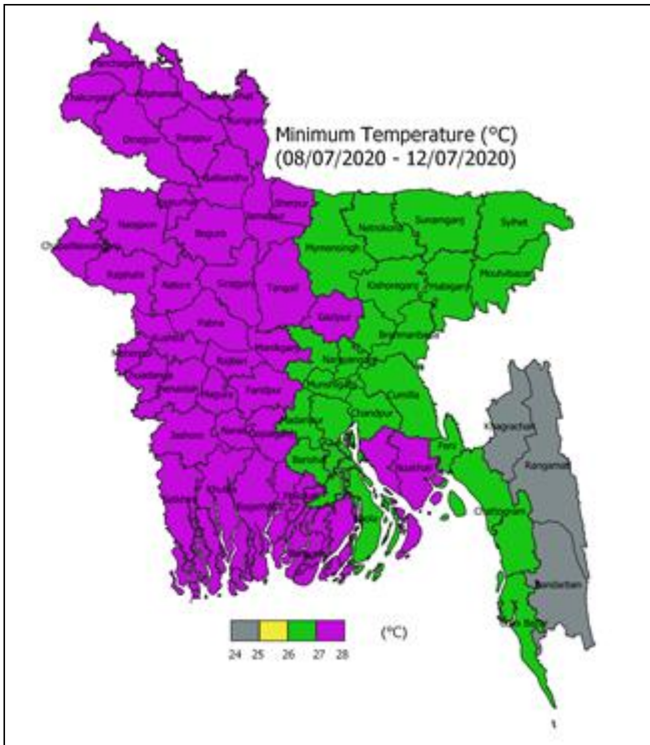
Minimum Temperature (°C)
(08/07/2020 - 12/07/2020)
(°C)
24 25 26 27 28

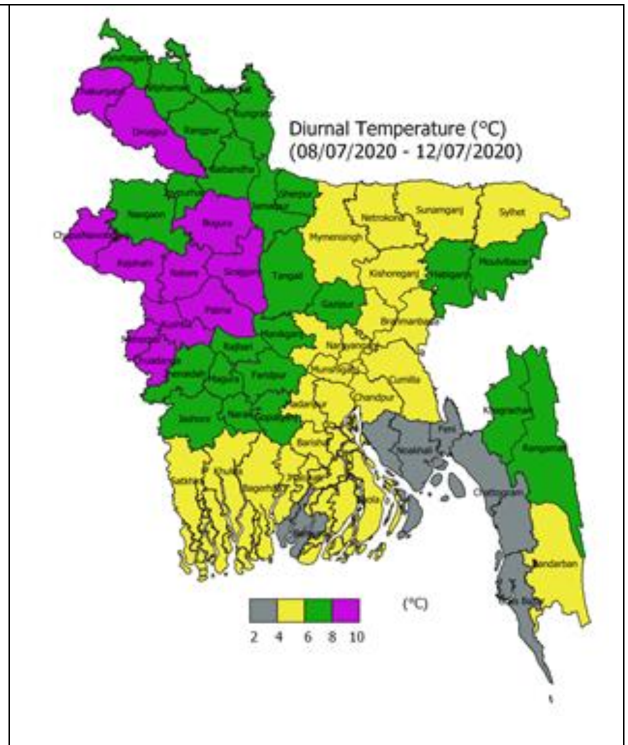
Diurnal Temperature (°C)
(08/07/2020 - 12/07/2020)
(°C)
2 4 6 8 10

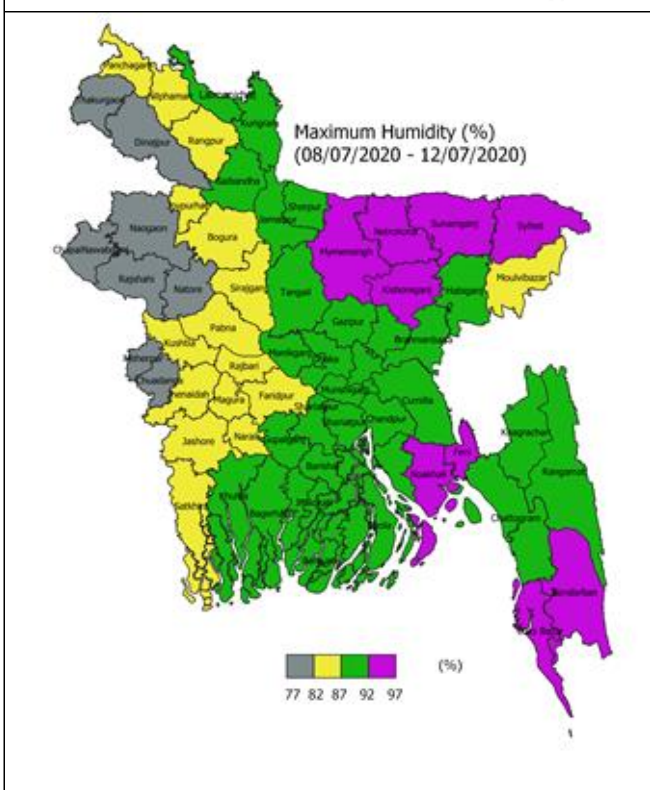
Maximum Humidity (%)
(08/07/2020 - 12/07/2020)
(%)
77 82 87 92 97

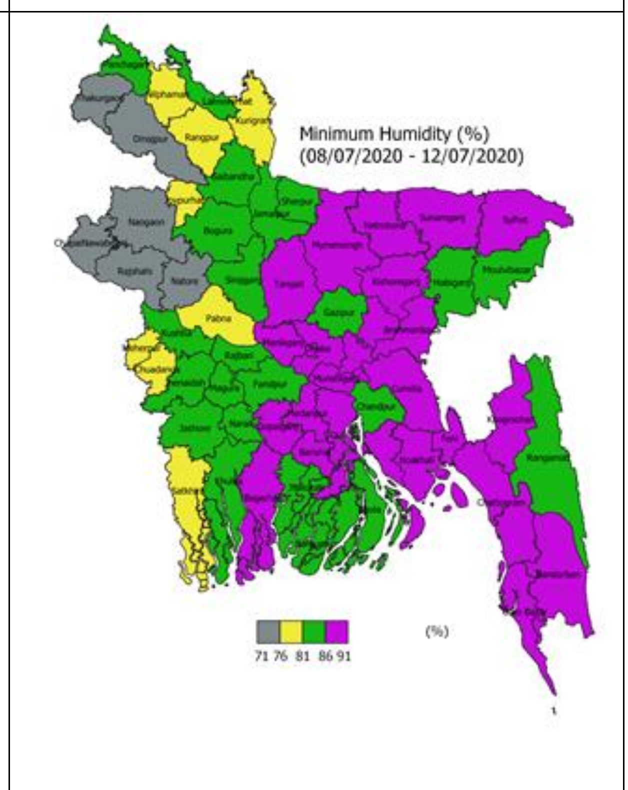
Minimum Humidity (%)
(08/07/2020 - 12/07/2020)
(%)
71 76 81 86 91

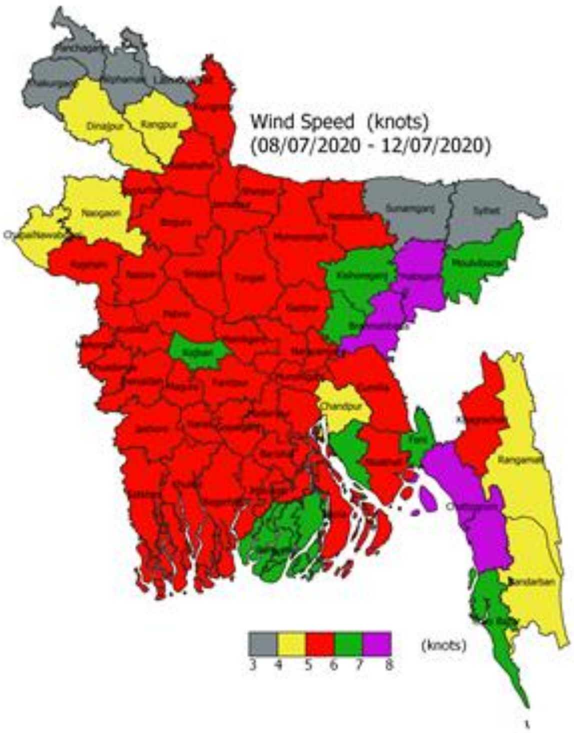	

Wind Speed (knots)
(08/07/2020 - 12/07/2020)
Dinajpur
Rangpur
Naogaon
Sunamganj
Sylhet
Chandpur
Rangamati
Bandarban
3 4 5 6 7 8
(knots)

বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ **থেকে প্রাপ্ত তথ্য:**

NOAA/VIIRS BLENDED NDVI composite for the week. No. 26 (23 June-29 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

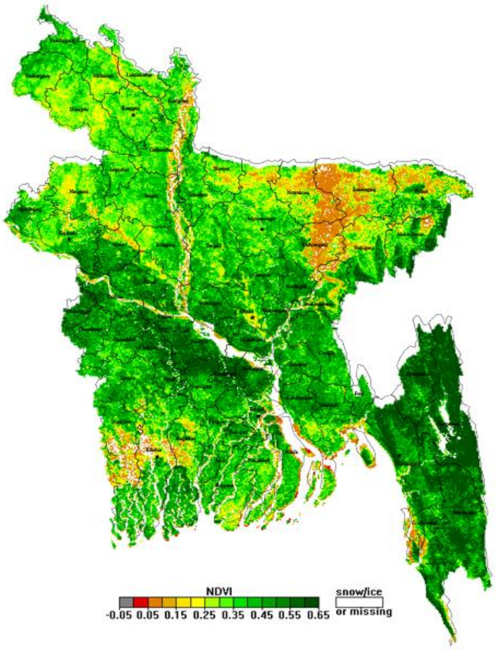

NOAA/ AVHRR BLENDED VCI composite for the week No. 26 (23 June-29 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

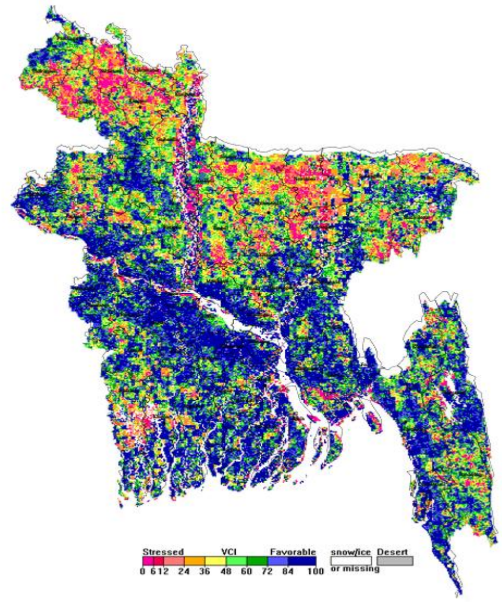

NOAA/ AVHRR BLENDED TCI composite for the week No. 26 (23 June-29 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

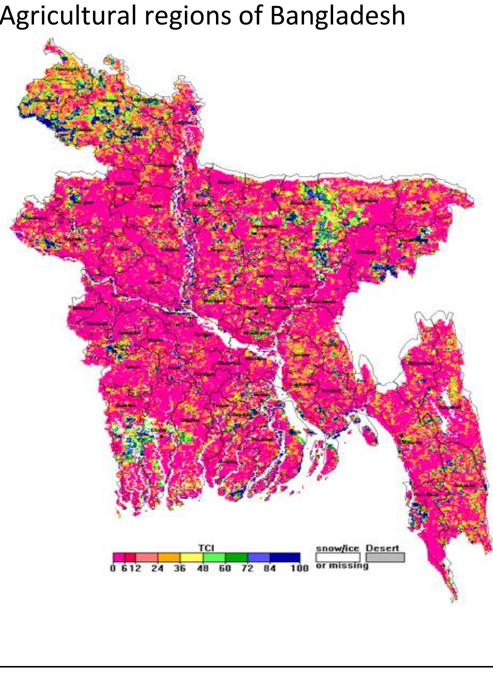

NOAA/ AVHRR BLENDED VHI composite for the week No. 26 (23 June-29 June 2020) over Agricultural regions of Bangladesh

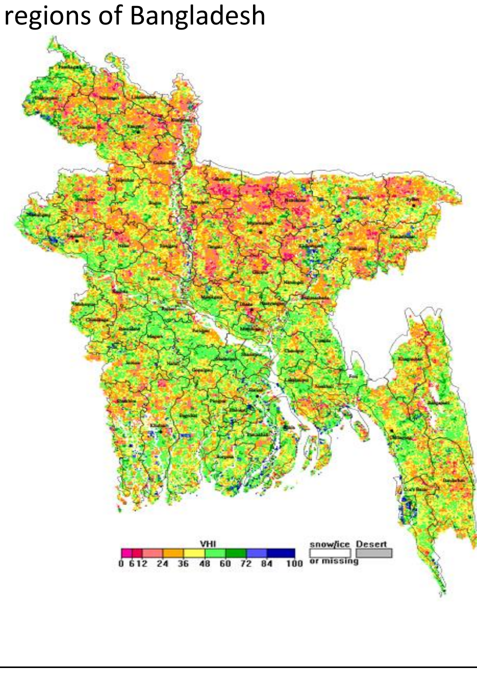

Monitoring Meteorological Drought in Bangladesh using Standardized Precipitation Index (SPI)

দেখা গেছে যে গত চার সপ্তাহের মধ্যে (জুন ২০২০) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের ভেজা পরিস্থিতি বিরাজ করছে, বগুড়া ব্যতীত, যেখানে প্রচণ্ড ভেজা পরিস্থিতি দেখা যায় এবং হালকা থেকে মাঝারিভাবে ভেজা পরিস্থিতি দক্ষিণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কেন্দ্রীয় অংশে বিরাজ করছে বাংলাদেশের এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল গত চার সপ্তাহ ধরে শুকনো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

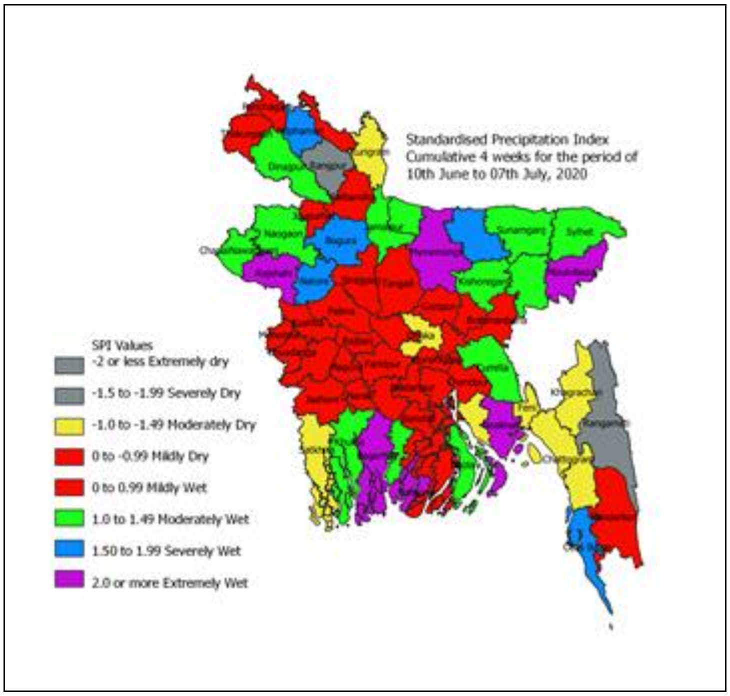

ডেটা সোর্স: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর